# দর্শন বিভাগ
# বিভাগীয় সেমিনার


## জনাব আবদুছ ছাত্তার

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়


# মুহিবাদ : উপযোগবাদী দর্শনের শেকড়ের সন্ধানে

## রবিবার, ০৪ আগস্ট ২০১৯

বিকাল ১২.০০ থেকে ০১.০০
কক্ষ নং ১১৭, নতুন কলা ভবন
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সকলে আমন্ত্রিত!

মডারেটর: অধ্যাপক ড. মো. মুনির হোসেন তালুকদার


### সারসংক্ষেপ

চৈনিক দর্শন ইতিহাসে কনফুসিয়াসের পরবর্তী সময়ের প্রধান প্রধান দার্শনিকদের মধ্যে মু যু ছিলেন অন্যতম। তিনি মুহিবাদ নামক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যুক্তিনির্ভর প্রবন্ধ লেখা এবং দার্শনিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন উভয়ই মু যু'র সময় থেকে সূচনা হয়। তিনি বলেন, যেকোন কাজেরই মোট ভালো এবং মোট মন্দ হিসাব করার জন্য আগে একটি যথাযথ নৈতিক মানদন্ড ঠিক করে নেওয়া দরকার। তাই নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণ করতে গিয়ে মু যু উপযোগবাদের এক অনন্য সংস্করণ যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেন। তাঁর নৈতিক আলোচনায় একই সাথে পরার্থবাদ ও উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। মু যু'র প্রচেষ্টা ছিল সমষ্টিগত ভালোর সর্বোচ্চকরণ করা, যা উপযোগবাদী দর্শনের প্রাথমিক চালিকা শক্তি। তাঁর মতে, সেই কাজটিই নৈতিকভাবে ঠিক; যার উপযোগিতা আছে এবং বেঠিক তাই যা ক্ষতিকর। নৈতিকতার মানদন্ড হবে সুবিধা, উপযোগিতা (benefit, utility)। তিনি বলেন, যা সর্বাধিক মানুষের জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলময় তার উপযোগীতা আছে এবং তা ভালো। আর যা সর্বাধিক মানুষের জন্য অকল্যাণকর তার উপযোগীতা নেই এবং তা অ-নৈতিক, মন্দ। পরবর্তী মুহিবাদীরা বলেন, মানুষের সকল কাজের লক্ষ্য হবে সুবিধা লাভ করা এবং ক্ষতি বর্জন করা। তাই মানুষের সকল কাজের জন্য মুহিবাদী উপযোগবাদী নীতিটি হচ্ছে: "Of the benefits, choose the greatest; of the harms, choose the slightest. তাই আলোচ্য প্রবন্ধে দাবি করা হয়েছে যে, মু যু'র উপযোগবাদী মতবাদের পরিমার্জিত ও সম্প্রসারিত রূপই আধুনিককালের জেরোমী বেন্থাম ও জে. এস. মিলের উপযোগবাদী মতবাদ। অর্থাৎ আধুনিক যুগের ব্রিটিশ (পাশ্চাত্য) উপযোগবাদের শেকড় চৈনিক দার্শনিক (প্রাচ্য) মু যু'র নৈতিক উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত ছিল। এরই প্রেক্ষিতে বলা যায় উপযোগবাদের উৎপত্তি পাশ্চাত্যে নয়, বরং প্রাচ্যে।


### সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জনাব আবদুছ ছাত্তার রামচন্দ্রপুর রামকান্ত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে এসএসসি এবং অধ্যাপক আব্দুল মজিদ কলেজ থেকে ২০০২ সালে এইচএসসি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০৮ সালে দর্শনে বিএ অনার্স ও ২০০৯ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তুতান্ত্রিক সঙ্কট মোকাবেলায় সেমেটিক ধর্মসমূহের বিশেষ করে ইসলামী পরিবেশবাদী শিক্ষার অবস্থান নিরূপন বিষয়ে পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছেন। এর পূর্বে তিনি মোমেনশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজে যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব আবদুছ ছাত্তার বাস্তুতান্ত্রিক সঙ্কট বিষয়ে গবেষণারত থাকলেও ছাত্রজীবন থেকেই চৈনিক নীতিদর্শন এর প্রতি তার আগ্রহ বেশি ছিল এবং এখনো আছে, যা তার কর্মের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। তিনি চৈনিক দর্শনের উপর (বিশেষ করে চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াস, মেনসিয়াস, শুন যু, মাও সেতুং এর উপর) বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশ করেছেন এবং আরো কয়েকটি প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।